পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

চতুর্দশ-অষ্টাদশ অধিবেশন

(সার-সংক্ষেপ)

১৭ মে ২০১৮[১]

[১] পরিমার্জিত সংস্করণ (২০ মে ২০১৮)

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন

উপদেষ্টা
ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
অমিত সরকার, এ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা
দেওয়ান মোহাম্মদ শোয়াইব (খন্ডকালীন)
আশফাকুজ্জামান চৌধুরী (খন্ডকালীন)
ইকরা শামস চৌধুরী (খন্ডকালীন)
সাঈদা বিনতে আসাদ (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা
আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারিবৃন্দ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসিসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি। জনপ্রতিনিধিগণ প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস, বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন বক্তব্য, আইন প্রণয়ন এবং কমিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারেন।

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকার দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হিসেবে লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে আইপিইউ (ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে সিপিএ (কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন)-র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য হল, দেশের উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত করা। বিশ্বব্যাপি প্রায় ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন ৮০টিরও বেশী দেশের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন, জনগণের কাছে সংসদের জবাবদিহিতা, আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ, সংসদীয় কার্যক্রমের তথ্যের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংসদীয় কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করে থাকে।

সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এই প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১৪তম এবং দশম জাতীয় সংসদের ওপর চতুর্থ প্রতিবেদন।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ
- সংসদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা
- সংসদীয় উন্মুক্ততা পর্যবেক্ষণ

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত দশম সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য, বই ও প্রবন্ধ।

সংসদ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের রেকর্ড শুনে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে একটি নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত পরিমাণবাচক তথ্য পরিমাণবাচক তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। অধিবেশন ও কমিটি সভায় সদস্যদের উপস্থিতি, প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রশ্নের বিস্তারিত বিষয়বস্তু, কমিটির প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছয়টি নির্দেশকের ভিত্তিতে যে সকল বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সেগুলো হল -

১. প্রতিনিধিত্ব: সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট; রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা; আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

২. আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতিত): বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য
৩. জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা: প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা; অনির্ধারিত আলোচনা; সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম; সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা
৪. জেন্ডার প্রেক্ষিত: সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা; বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়
৫. সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা: সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা; সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার
৬. সংসদীয় উন্মুক্ততা: সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

১.৪ গবেষণার সময়

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ - এ অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশনসমূহের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

২.১ অধিবেশনের কার্যকাল

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৭৬টি কার্যদিবস ছিল । ষষ্ঠদশ অধিবেশন ছিল বাজেট অধিবেশন। বছরের শুরুতে চতুর্দশতম অধিবেশনটিতে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

২.২ কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত মোট সময় ২৬০ ঘন্টা ৮ মিনিট। কার্যদিবস প্রতি গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট। সবচেয়ে বেশী ২৫.৬% সময় বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত হয়। অন্যান্য পর্বের মধ্যে আইন প্রণয়নে ৯%, প্রশ্নোত্তর (মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী) পর্বে মোট ১৪.১% সময় উল্লেখযোগ্য (চিত্র - ১)।

চিত্র ১: বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা হার (চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন)

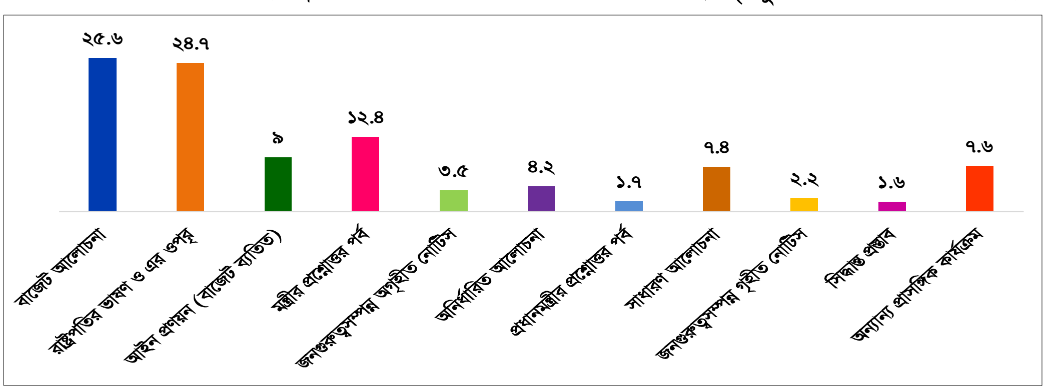

তথ্যসূত্র: সংসদ টিভিতে প্রচারিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

৩.১ সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের মোট ৭৬ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ৩০৯ জন যা মোট সদস্যের ৮৮%।

সার্বিকভাবে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৩০% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। তবে নবম সংসদের[২] সাথে তুলনা করলে দেখা যায় নবম সংসদের শতকরা ৫০% সদস্য ৭৫ শতাংশের অধিক কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে উপস্থিতির হার আগের তুলনায় কমেছে। একজন সরকারি দলের সদস্য[৩] সর্বনিম্ন দুইদিন উপস্থিত ছিলেন । সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩১% সদস্য অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি

[২] তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
[৩] বাংলাদেশ আসন: ১০২(খুলনা-৪)

কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ২৮% এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ২৬% সদস্য এবং ১৮% মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিরোধী সদস্যদের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রীদের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫% এর কম কার্যদিবসে। অর্থাৎ প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতি তুলনামুলকভাবে বেড়েছে। সংসদ নেতা মোট কার্যদিবসের ৬০ দিন (প্রায় ৭৮%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ৩৫ দিন (প্রায় ৪৬%) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি নবম সংসদেও তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও, বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় এখনও উল্লেখযোগ্যহারে কম। উল্লেখ্য জাতীয় সংসদের (চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ) অধিবেশন পর্যন্ত সরকার দলীয় একজন সদস্য[৪] এবং প্রধান বিরোধী দলীয় একজন সদস্য[৫] সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের বিচার চলমান। উল্লেখ্য ২০১৭ সালে এই দুই সংসদ সদস্য সংসদে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদে স্পিকারের নিকট আবেদন জানালে সংসদ সচিবালয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আবেদনপত্রগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে এই অনুমতি সংক্রান্ত নথিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কারা মহাপরিদর্শককে প্রেরণ করা হয়।[৬]

৩.২ ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যদিবসগুলোতে প্রধান বিরোধী দলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন করেন নি।

৩.৩ কোরাম সংকট

চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনে মোট ৩৮ ঘন্টা ০৩ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয় যা পাঁচটি অধিবেশনের প্রকৃত মোট কার্যকালের (২৯৮ ঘন্টা ১১ মিনিট) ১৩%। পাঁচটি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩০ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে এক লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা খরচ হয়।[৭] এ হিসাবে প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য ৪৯ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮০ টাকা এবং চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত পাঁচটি অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের (৩৮ ঘন্টা ০৩ মিনিট) অর্থমূল্য ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৮ টাকা। উল্লেখ্য, দশম সংসদের প্রথম থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম সংকট মোট ১৫২ ঘন্টা ১৭ মিনিট (প্রকৃত সময়ের ১২%), যার অর্থমূল্য ১২৫ কোটি ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪৫ টাকা। নবম ও দশম সংসদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, অধিবেশন প্রতি এবং কার্যদিবস প্রতি গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে একই। নবম সংসদে ৩২ মিনিট, যা দশম সংসদে ৩০ মিনিট।

৪.১ আইন প্রণয়ন

এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট ২৪টি সরকারি বিল পাস হয়। এক্ষেত্রে মোট প্রায় ২৩ ঘন্টা ২৮ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ৯ শতাংশ। বিলের ওপর আপত্তি, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব এবং দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় মোট ২৬ জন সদস্য ৩৩% সময় আলোচনা করেন। এই সময়ের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৯৩.৫% সময় অংশগ্রহণ করেন। বিলের খসড়ায় জনমত যাচাই-বাছাইয়ের সকল প্রস্তাব নাকচ হওয়ার কারণে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

---

[৪] বাংলাদেশ আসন: ১৩২(টাঙ্গাইল-৩)

[৫] বাংলাদেশ আসন: ১৫২(ময়মনসিংহ-৭)

[৬] প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৭।

[৭] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৯৪.০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিল ৫.৩৫ কোটি টাকা (২০১৬-১৭), সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.৮২ কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯০ লক্ষ টাকা । ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৫৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট (কোরাম সংকটসহ)। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় এক লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

জনগণের অংশগ্রহণের চর্চা এখনও সীমিত। বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়ার চর্চার অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকার দলীয় সদস্যসহ প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকলেও তা কয়েকজন সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইনের ওপর আলোচনায় মোট সদস্যদের মাত্র ৭% সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। বিল উত্থাপন, বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যসহ একটি বিল পাস করতে সময় লেগেছে গড়ে প্রায় ৩৫ মিনিট।

৪.২ আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা

বাজেট অধিবেশনে মোট ৬৬ ঘন্টা ৩৪ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের ২৫.৬ শতাংশ। মূল বাজেটের ওপর আলোচনায় ১৯০ জন সদস্য প্রায় ৫০ ঘন্টা ৫৯ মিনিট (৭৭%), ১৪ জন সদস্য সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় প্রায় ৪ ঘন্টা ২১ মিনিট (৬%) এবং ৪৩ জন সদস্য মঞ্জুরী দাবি উত্থাপন ও এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায় ৪ ঘন্টা ২৭ মিনিট (৬%) অংশগ্রহণ করেন। বিরোধী দলের সদস্যদের আলোচনায় আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও সহমত পোষণ করে বলতে দেখা যায়, "অর্থ পাচার যেটা হয় সেটা বেআইনি, সেটা রুদ্ধ করার সুযোগ নেই। তবে যেটা আমরা করতে পারি তা হচ্ছে পাচারের সুযোগ কমানো। আমরা টাকা পাচারের সুযোগ কমানো বা কালো টাকা সৃষ্টির সুযোগ কমানোর ব্যবস্থা করতে পারি। কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী মাসের মধ্যে দেখবেন কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কয়েক বছর ধরে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তবে নিয়মিতভাবে কালো টাকা সাদা করার আইন দেশে আছে। সেক্ষেত্রে ২০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে[৮]।" সদস্যদের আলোচনায় বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আহ্বান প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার প্রতিফলন হিসেবে লক্ষণীয় হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের আরও সুযোগ রয়েছে।

৫. জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা কার্যক্রম

৫.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ৭টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে ২০ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ১৩ জন সরকারি দলের, ৫ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ২ জন অন্যান্য বিরোধী সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন (৩৭%) সংক্রান্ত। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে সংসদ নেতার বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার অর্জন নিয়ে সদস্যদের আলোচনা।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৯টি কার্যদিবসে মোট ১৫৩ জন সদস্য অধিবেশনের প্রায় ১২.৪ শতাংশ সময় অংশ নেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (১৬টি) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (স্থাপনা/সেবা কার্যক্রম), পরিকল্পনা প্রস্তাব/অবকাঠামো স্থাপন নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশী (৩৮%)। এছাড়া সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপসমূহ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

৫.২ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)

এই পর্বে ১৩টি নোটিস উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ১০টি, স্থগিত করা হয় ৩টি। আলোচিত ১০টি নোটিসের মধ্যে ৯টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখাত হয় যা উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। পঞ্চদশ অধিবেশনে "গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য আইন প্রণয়ন করা"- র প্রস্তাবটি সংসদে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা এবং জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা/ সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশী (৮০%)। এছাড়াও নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত প্রস্তাবও রয়েছে।

---

[৮] ব্যাংক লুটেরাদের বিচার দাবি জাতীয় সংসদে, দৈনিক যুগান্তর, ০৭ জুন ২০১৭

৫.৩ জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস (বিধি ৭১)

বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ৭৬৭টি নোটিসের মধ্যে ৬০টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এই গৃহীত নোটিসের মধ্যে ২৭টি নোটিস সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৭টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ২৩৭টি নোটিসের ওপর মোট ৫৮ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (৩৩টি)। উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

৫.৪ অনির্ধারিত আলোচনা

এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৪.২ ভাগ সময় ব্যয়িত হয়, মোট ৫৪ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়সমূহের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সমসাময়িক ঘটনা ও সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী (৪১%) আলোচনা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ সেবা কার্যক্রম ও বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলা (জননিরাপত্তা) ও বিচারিক সেবা, সমালোচনা ও নিন্দা, সংসদীয় আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি, সরকার ও সরকার প্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫.৫ অন্যান্য আলোচনা

সাধারণ আলোচনায় মোট ৯২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় ৭.৪% ব্যয়িত হয়। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলোর মতই এ ধরনের কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

চিত্র ২: সংসদীয় আলোচনা পর্বে সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণ (ব্যয়িত সময়ের হার)

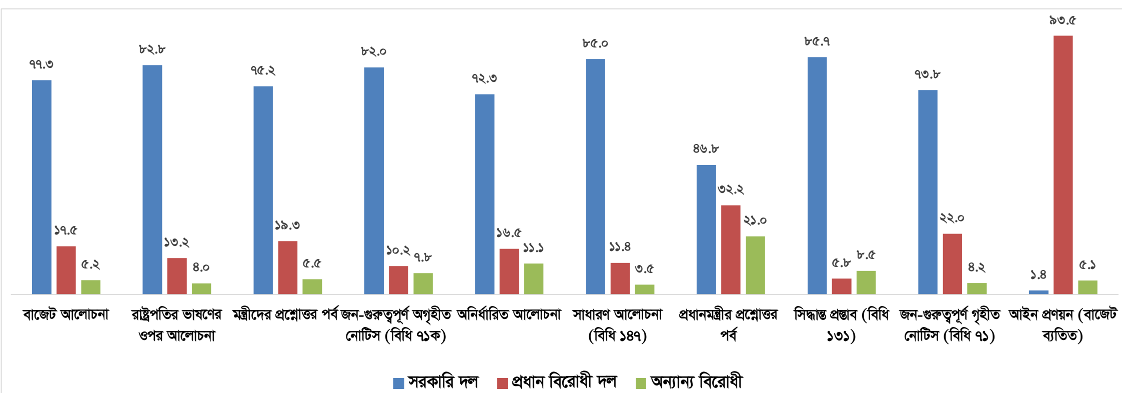

প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসসহ অন্যান্য আলোচনা পর্বে সরকারি দলের সদস্যদের বেশী সময়ব্যাপী অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে প্রধান বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য বেশী সময় অংশগ্রহণ (চিত্র - ২) এবং সরকারি দলের অনাগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

মোট ৩০৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। স্পিকার ব্যতিত মোট ৩৬ জন সদস্য (প্রায় ১০%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ৩০% সদস্য শতকরা ৫০ ভাগ কার্যদিবসের বেশী সময় উপস্থিত থাকলেও আলোচনা পর্বসমূহে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

৫.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

এই পাঁচটি অধিবেশন চলাকালীন ৪৬টি কমিটি মোট ৯০০টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৫২টি সভা করে। উল্লেখ্য, বিধি অনুযায়ী প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি সভা করেছে ৪২টি কমিটি, চারটি কমিটি কোনো সভা করেনি।

কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে

এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়।[৯] হলফনামার তথ্য অনুযায়ী ৮টি কমিটিতে[১০] সদস্যদের (সভাপতি সহ) কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা দেখা যায় যা কার্যপ্রণালী বিধির লঙ্ঘন।

এই পাঁচটি অধিবেশন চলাকালীন মোট ষোলটি কমিটির সতেরটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এদরে মধ্যে দশটি কমিটির ক্ষেত্রেই এগুলো তাদের প্রথম প্রতিবেদন। এগারটি কমিটির তথ্য অনুযায়ী কমিটি সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৬%। উল্লেখ্য ৫টি কমিটির প্রতিবেদনে সদস্যের উপস্থিতির তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কমিটিসমূহের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশের মধ্যে ৪১% বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৭% সুপারিশ ছিলো তদন্ত/ সাব-কমিটি গঠন; তথ্য/প্রতিবেদন উপস্থাপন প্রকাশনা/সরবরাহ/প্রচার সম্পর্কিত। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

- বিআরটিসি এর দুর্নীতি দুরীকরণে ও প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন ও ২ মাসের মধ্যে রিপোর্ট উপস্থাপন[১১]
- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্লান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না তা তদন্ত করতে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন[১২]
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া[১৩]
- সোনালী ও অগ্রনী ব্যাংকের দুর্নীতি অনিয়ম চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ[১৪]
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ[১৫]
- খাদ্য গুদামে চুরি, আত্মসাত ও দুর্নীতি রোধকল্পে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুদন্ডের ব্যবস্থা[১৬]
- বই ছাপানো সংক্রান্ত অনিয়ম দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া[১৭]
- বিটিএমসি'র অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগীতায় আর,কে মিশন রোডে অবৈধ ভবন নির্মাণ ও অনিয়ম সংঘঠিত হয়েছে অনুমিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য বিটিএমসির চেয়ারম্যান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ[১৮]

উল্লেখ্য স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

৬. রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব

এই আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া সদস্যদের বক্তব্য জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটুক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে এবং সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন। সদস্যদের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও সুশীল সমাজ ও আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয় সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিরোধী দল কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে সমালোচনা করতেও দেখা যায়।

---

[৯] আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

[১০]অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কামিটি।

[১১] সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৮

[১২] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮

[১৩] বিদ্যুত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫০

[১৪]অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৮

[১৫]খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৬

[১৬] খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭১

[১৭] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৮২

[১৮] বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃষ্ঠা ১৪৯ (৫ম বৈঠক)

৭. সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা

কার্যপ্রণালী বিধি ২৭০ এর ৬ উপবিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন আলোচনা পর্বে সদস্যগণ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহারে মোট সময়ের ৫% ব্যয় করেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করলেও এ ধরনের আলোচনা বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। সংসদীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় সদস্যরা সংসদের ভিতরের প্রতিপক্ষ দল, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে ১৯৫ বার অসংসদীয় ভাষার অবতারণা করেন। এছাড়াও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (বিশ্ব ব্যাংকসহ) ২৩ বার এবং স্বীয় দলের সমালোচনায় ০১ বার অসংসদীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বিধি অনুযায়ী (কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৭ এর উপবিধি ২, ৪, ৮) অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি দেখা যায়। উল্লেখ্য, অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের একাংশের সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালীন তাঁর নিকটবর্তী আসনের সদস্যগণ কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলার মত ঘটনা দেখা যায়।

৮. সংসদীয় কার্যক্রমে জেন্ডার প্রেক্ষিত

৮.১ নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

এই পাঁচটি অধিবেশনে মোট কার্যদিবসের ৭৫% এর বেশী কার্যদিবসে ৪৬ শতাংশ নারী উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ২৭ শতাংশ। নারী সদস্যগণ উপস্থিতির ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় এগিয়ে আছে। একজন সরকারি দলের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য শতকরা ১০০% কার্যদিবসে সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন[১৯]। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে দুইজন (সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২৯ জন (২৪ জন সংরক্ষিত আসন) নারী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন মাত্র দুইজন নারী সদস্য (প্রধান বিরোধী দলের সংরক্ষিত আসন)। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে ৬ জন নারী সদস্য ৬টি নোটিসের ওপর এবং ৭১-ক বিধিতে ১৬ জন নারী সদস্য ৩৫টি নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। এছাড়া ৪১ জন নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৪৯ জন সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। আইন প্রণয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কম। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও সংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে কোনো নারী সদস্য নেই, ৮টি কমিটির সভাপতি নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার পদাধিকার বলে সভাপতি)। সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও অনুল্লেখযোগ্য।

৮.২ বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়

সপ্তদশ অধিবেশনকে কেস হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে, জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পর্বে এ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়নি। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস পর্বে নারী স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন সম্পর্কিত ৪টি নোটিস উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে ১টি নোটিস গৃহীত হয়। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল ২৬টি, যা মোট প্রশ্নের ১০%।

৯. সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের ভূমিকা

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রীসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি অর্থাৎ সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান এবং দশম সংসদের প্রায় চার বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের আত্ম-পরিচয় সংকটের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া এবং সরকারি দল কর্তৃক প্রস্তাবসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহবান ও সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করতে দেখা যায়। সার্বিকভাবে তারা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

[১৯] বাংলাদেশ আসন: ৩২৩ (সংরক্ষিত আসন-২৩)

১০. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার এবং প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের হার পূর্বের মতই কম। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখসহ বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনার মতো ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষণীয়।

অন্যদিকে কোরাম সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আইন প্রণয়নে সদস্যদের বিশেষ করে সরকার দলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় এখনও বিদ্যমান। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও আলোচনায় অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয় নি। বিরোধী সদস্যগণের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা না থাকা ও সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়। সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনে প্রধান বিরোধী দলের তথা সংসদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অষ্টম ও নবম সংসদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করলেও দশম সংসদে এখনও এ ধরনের চর্চা দেখা যায়নি। এছাড়া বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ওয়াকআউট না করার মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। এই পাঁচটি অধিবেশনে সংসদীয় কার্যক্রমে যেমন - বাজেট বিষয়ক সমালোচনার ক্ষেত্রে সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয় - "সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।"

সারণি ১: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১ - ২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯ - ২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪-২০১৭ চলমান)
প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল	২ ঘন্টা ৫৪ মিনিট	৩ ঘন্টা ১৭ মিনিট	৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি	৫৫%	৭৭%	৮৮%
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের হার	১০%	৯.৫%	৯%
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	৩৪ মিনিট	২৮ মিনিট	৩৫ মিনিট
প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট	২৫ *মিনিট*	৩২ *মিনিট*	৩০ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	২টি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, ১টি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	মাত্র একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
বিরোধী দলে ওয়াকআউট	৭ বার	১৪ বার	ওয়াকআউট করেন নি
প্রধান বিরোধী দল/জোটের সংসদ বর্জন	৮৩% কার্যদিবস	৮৩% কার্যদিবস	বর্জন করেন নি

১১. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

সদস্যদের অংশগ্রহণ

১. নবম সংসদে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৩. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের ভোট দেওয়ার বিধান থাকবে।

৪. আইন প্রণয়নে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ সরকারি দলকে বিবেচনায় আনতে হবে।

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৬. পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে।

কমিটি কার্যকর করা

৬. বিধি অনুযায়ী কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৭. সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখতে হবে।

৮. কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত *(প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি)* প্রকাশ করতে হবে।

৯. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিসহ সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এক-তৃতীয়াংশ কমিটিতে বিরোধী দলীয় সদস্যকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।

১০. কমিটির সুপারিশসমূহ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১২. সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এ সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বিস্তারিত সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
১৪. সংরক্ষিত আসনসহ সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

তথ্য সহায়িকা:

- সংসদ অধিবেশনের প্রকাশিত বুলেটিন এবং স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনসমূহ।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১২।
- আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, *বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।